

উপকূলীয় অঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। প্রতি বছর এদেশে বন্যা ও পাহাড়ি ঢল, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, টর্নেডো, কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতার মতো নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। এসব দুর্যোগের কারণে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এর ফলে শুধু যে দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ ও অর্থনীতিতেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

দুর্যোগ কী

দুর্যোগ হলো এমন এক পরিস্থিতি, যা একটি জনগোষ্ঠী বা সমাজ এবং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে ঐ জনগোষ্ঠী বা সমাজের স্বাভাবিক জীবনধারা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়, যা মোকাবেলা করতে বাইরের সাহায্যের দরকার হয়। এ কারণে দুর্যোগ সম্পর্কে কিছু সচেতনতা ও আগাম সতর্কতা অনেক বড় ক্ষতির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। দুর্যোগের ধরন অনুযায়ী প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী সময়ে করণীয় কিছু বিষয়ে সচেতন থাকলে দুর্যোগ মোকাবেলা করা সহজ হয়। দুর্যোগ দুই রকম হতে পারে। যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষের তৈরি দুর্যোগ। দুর্যোগ যেমনই হোক, তা মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি করে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

উপকূলীয় এলাকায় সবচেয়ে বেশি হয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। গভীর সমুদ্রে প্রথমে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে উপকূলের দিকে ধাবিত হয়। এক পর্যায়ে তা উপকূলে আঘাত হানে। সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর্ষা আসার আগে এপ্রিল-মে মাসে এবং বর্ষা বিদায়ের পর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় বেশি হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূল অঞ্চলে জীবন ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ ও গবাদি পশু-পাখি জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়। উপকূল অঞ্চলের মানুষকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করেই বাঁচতে হয়, জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে হয়।

দুর্যোগ মোকাবেলা

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচতে হলে উপকূলের মানুষকে জরুরি সতর্ক সংকেত সম্পর্কে জানতে হবে। সংকেতের অর্থ বুঝতে হবে এবং সংকেত অনুসারে এর নির্দেশনা মানতে হবে। এর পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আগে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস চলাকালে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা যাবে।

জরুরি সতর্ক সংকেত ও সাড়াদান প্রক্রিয়া ৪ ও ৬

আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুসারে, ১ নম্বর হচ্ছে দূরবর্তী সতর্ক সংকেত; ২ নম্বর দূরবর্তী হুশিয়ারি সংকেত; ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত; ৬ বিপদ সংকেত; ৮, ৯ ও ১০ মহাবিপদ সংকেত ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ডতার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার সংকেত।

সংকেত প্রচার পদ্ধতি

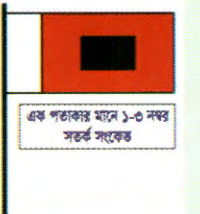
ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্পর্কে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কয়েকটি ধাপে সংকেত দেওয়া হয়। যেমন-

ক. সংকেত নম্বর ১-৩ হলে

- * রেডিও, টিভিতে প্রচারিত আবহাওয়া বার্তা নিয়মিত শোনা।
- * সংকেত নির্দেশক এক পতাকার দিকে লক্ষ্য রাখা।
- * এমন কোথাও না যাওয়া যেখান থেকে ফিরে আসতে এক দিনের বেশি সময় লাগে।
- * মূল্যবান ও ভাসমান জিনিস পত্রের দিকে লক্ষ্য রাখা।
- * গবাদিপশু বাড়ির কাছাকাছি রাখা।
- * প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন ৪ নগদ টাকা, কাগজ পত্র, দলিল, গহনা, মোমবাতি, দিয়াশলাই ইত্যাদি হাতের কাছে রাখা।
- * মেগাফোন ও মাইক দিয়ে উচ্চস্বরে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের জরুরি সভা হয়। ঘূর্ণিঝড়

প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিট কমিটির সভা আহ্বান করা হয়।



এক পতাকার মানে ১-৩ নম্বর সতর্ক সংকেত



চার ও ছয় নম্বর বিপদ সংকেত পাওয়ার পর করণীয় :

- * রেডিও, টিভিতে প্রচারিত আবহাওয়া বার্তা ঘন ঘন শোনা।
- * সংকেত নির্দেশক দুই পতাকার দিকে লক্ষ্য রাখা।
- * মূল্যবান সামগ্রী ও শুকনা খাবার নিরাপদভাবে ঘরের মেঝে বা
- * শক্ত মাটির নিচে পুতে রাখা।
- * গবাদিপশু মজবুত গোয়াল ঘর বা নিরাপদ উঁচু স্থানে রাখা।
- * গর্ভবতী মা, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের আগে ভাগে আশ্রয় কেন্দ্র/
- * নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা।
- * নিজের সাথে সাথে অপরকেও স্থানান্তরে সাহায্য করা।
- * মেগাফোন, মাইক ও পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হয়।
- * ২টি সংকেত পতাকা উত্তোলন করা।

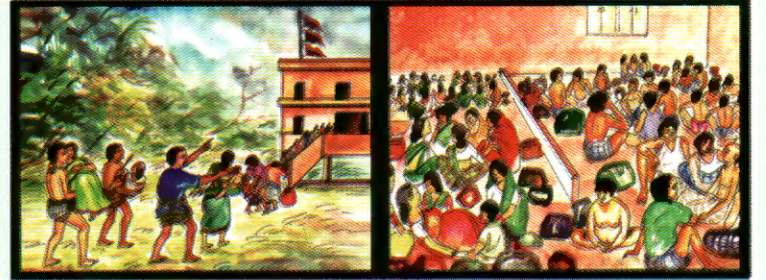


এর অর্থ হলো ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানতে যাচ্ছে- এই বিপদসংকেত জারি করা হয়েছে। জনগণকে ঘরের বাঁধন শক্ত করা, নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, নিরাপদ

- * পানি ও শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানানো হয়।
- * ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আগে করণীয়
- * দুর্যোগের সময় কোন এলাকার লোকজন কোন আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে, গবাদিপশু কোথায় থাকবে, তা আগে থেকে ঠিক করে রাখুন এবং সবাইকে জায়গা চিনিয়ে রাখুন।
- * যথাসম্ভব উঁচু স্থানে শক্ত করে ঘর তৈরি করুন। পাকা ভিত্তির উপর লোহা বা কাঠের পিলার ও ফ্রেম দিয়ে তার উপর ছাউনি দিন। ছাউনিতে টিন ব্যবহার না কর ভালো। কারণ, ঝড়ের সময় টিন উড়ে গিয়ে মানুষ

আট থেকে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত পাওয়ার পর করণীয় :

- * সম্পদ/মালামালের দিকে নজর না দিয়ে প্রধান কাজ জীবন বাঁচানো।
- * সংকেত নির্দেশক তিন পতাকার দিকে লক্ষ্য রাখা।
- * আশ্রয় কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থানে দ্রুত আশ্রয় নেয়।
- * প্রয়োজনে জোর করে বা বল প্রয়োগ করে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা।
- * স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ মেনে চলা।
- * মেগাফোন, মাইক ও পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হয় এবং হ্যান্ড সাইরেন বাজানো হয়।
- * ৩টি সংকেত পতাকা উত্তোলন করা।



ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে যাচ্ছে। তাই মহাবিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে। এর অর্থ হলো সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকুন। রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনুন এবং সম্ভব হলে টেলিভিশনে খবর দেখুন।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আগে করণীয়

- * দুর্যোগের সময় কোন এলাকার লোকজন কোন আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে, গবাদিপশু কোথায় থাকবে, তা আগে থেকে ঠিক করে রাখুন এবং সবাইকে জায়গা চিনিয়ে রাখুন।
- * যথাসম্ভব উঁচু স্থানে শক্ত করে ঘর তৈরি করুন। পাকা ভিত্তির উপর লোহা বা কাঠের পিলার ও ফ্রেম দিয়ে তার উপর ছাউনি দিন। ছাউনিতে টিন ব্যবহার না করা ভালো। কারণ, ঝড়ের সময় টিন উড়ে গিয়ে মানুষ

- ও গবাদিপশুকে আহত করতে পারে। তবে শূন্য দশমিক ৫ মিলিমিটার পুরু টিন ও জে হুক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- উঁচু জায়গায় টিউবওয়েল স্থাপন করুন, যাতে জলোচ্ছ্বাসের লোনা ও ময়লা পানি টিউবওয়েলে ঢুকতে না পারে।
- নৌকা, লঞ্চ ও ট্রলারে রেডিও রাখুন। সকাল, দুপুর ও বিকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার অভ্যাস করুন।
- সম্ভব হলে বাড়িতে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, যেমন- তুলা, ব্যান্ডেজ, ডেটল ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখুন।
- জলোচ্ছ্বাসের লোনাপানির প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য নানারকম শস্যের বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিন।
- বাড়ি, রাস্তা ও বাঁধের উপর নারকেল, কলাগাছ, বাঁশ, তাল, কড়ই ও অন্যান্য শক্ত গাছ লাগান। এসব গাছ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বেগ কমিয়ে দেয়। ফলে মানুষ দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচতে পারে।
- নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেরই সাঁতার শেখা উচিত।
- ঘূর্ণিঝড় হলে আশ্রয়কেন্দ্রে বা অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সময় কী কী জরুরি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে এবং কী কী জিনিস মাটিতে পুঁতে রাখা হবে, তা ঠিক করে সেই অনুসারে প্রস্তুতি নিতে হবে।
- আর্থিক সামর্থ্য থাকলে ঘরের মধ্যে একটি পাকা গর্ত করুন। জলোচ্ছ্বাসের আগে এই পাকা গর্তের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে পারবেন।
- ডায়রিয়া মহামারির প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। ডায়রিয়া হলে কীভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে হবে, সে বিষয়ে পরিবারের সবাইকে প্রশিক্ষণ দিন।
- সম্ভব হলে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ মাসগুলোতে বাড়িতে মুড়ি, চিড়া ও বিস্কুট জাতীয় শুকনো খাবার সংগ্রহে রাখুন।
- পানি কীভাবে ফিল্টারি বা ফিল্টার দিয়ে খাবার ও ব্যবহার উপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে পরিবারের সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিন।
- ঘূর্ণিঝড়ের পরে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করুন। বৃষ্টির পানি নিরাপদ। মাটির বড় হাড়িতে বা ড্রামে পানি ধরে রেখে তার মুখ ভালোভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে, যাতে পোকামাকড়, ময়লা-আবর্জনা ঢুকতে না পারে।

পূর্বাভাস পাওয়ার পর দুর্ঘটনাকালে করণীয়

- আপনার ঘরগুলোর অবস্থা পরীক্ষা করুন। আরও মজবুত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যেমন- মাটিতে খুঁটি পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘরের বিভিন্ন অংশ বেঁধে রাখুন।
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রস্তুতি নিন।
- বিপদ সংকেত পাওয়া মাত্র বাড়ির শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের আগে নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত হোন। নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পরে সময় নষ্ট না করে দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে যান।
- বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় চুলার আগুন নিভিয়ে যাবেন, বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করে যাবেন।
- আপনার অতি প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যসামগ্রী, যেমন- ডাল, চাল, দিয়াশলাই, শুকনো কাঠ, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি বা ফিল্টারি, লবণ, চিনি, নিয়মিত সেবন করতে হয় এমন ওষুধপত্র, বইপত্র, ব্যান্ডেজ, তুলা, ওরস্যালাইন ইত্যাদি পানি নিরোধক পলিথিন ব্যাগে ঢুকিয়ে গর্তে রেখে ঢাকনা দিয়ে পুঁতে রাখুন।
- গরু-ছাগল নিকটস্থ উঁচু বাধে অথবা উঁচু স্থানে রাখুন। কোনো অবস্থায়ই গোয়ালঘরে বেঁধে রাখবেন না। উঁচু জায়গা না থাকলে ছেড়ে দিন, ওদের বাঁচার চেষ্টা করতে দিন।
- শক্ত গাছের সঙ্গে কয়েক গোছা লম্বা মোটা ও শক্ত রশি বেঁধে রাখুন। রশি ধরে অথবা রশির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখুন, যাতে প্রবল ঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিতে না পারে।
- বাড়ির আশেপাশে গাছের ডালপালা আসন্ন ঝড়ের আগেই কেটে রাখুন, যাতে ঝড়ে গাছগুলো ভেঙে বা উপড়ে না যায়।
- দলিলপত্র ও টাকা-পয়সা পলিথিনে মুড়ে নিজের শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখুন অথবা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে সুনির্দিষ্ট স্থানে মাটিতে পুঁতে রাখুন।
- টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং টিউবওয়েলের খোলা মুখ পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে রাখতে হবে, যাতে ময়লা বা লবণাক্ত পানি টিউবওয়েলের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে।
- রেডিওতে প্রতি ১৫ মিনিট পরপর ঘূর্ণিঝড়ের খবর শুনতে থাকুন।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর করণীয়

- রাস্তাঘাটের উপর উপড়েপড়া গাছপালা সরিয়ে ফেলুন, যাতে সহজে সাহায্যকারী দল আসতে পারে এবং দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হয়।
- আশ্রয়কেন্দ্র থেকে মানুষকে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করুন এবং নিজের ভিটায় বা গ্রামে অন্যদের মাথা গোঁজার ঠাই করে দিন।
- অতি দ্রুত উদ্ধার দল নিয়ে খাল, নদী, পুকুর ও সমুদ্রে ভাসা বা বনাঞ্চলে বা কাদার মধ্যে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করুন।
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ যাতে শুধু সরকারি বা এনজিওর সাহায্যের অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেরা যেন একে অপরকে সাহায্য করে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
- ত্রাণের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সচেষ্ট হোন। ত্রাণের পরিবর্তে কাজ করুন। কাজের সুযোগ সৃষ্টি করুন। রিলিফ যেন মানুষকে কর্মবিমুখ না করে কাজে উৎসাহী করে, সেভাবে রিলিফ বিতরণ করতে হবে।
- দ্বীপ বা চরের নিকটবর্তী কাদার মধ্যে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্য দলবদ্ধ হয়ে দড়ি ও নৌকার সাহায্যে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করুন। কাদায় আটকে পড়া লোকের কাছে দড়ি বা বাঁশ পৌঁছে দিয়ে তাদের উদ্ধারকাজে সাহায্য করুন।
- ঝড় একটু কমলেই ঘরথেকে বের হবেন না। পরে আরও প্রবল বেগে অন্যদিক থেকে ঝড় আসার আশঙ্কা বেশি থাকে। পুকুরের বা নদীর পানি ফুটিয়ে পান করুন। বৃষ্টির পানি ধরে রাখুন।
- শিশু, নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ লোকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ত্রাণ বন্টনে সহায়তা করুন।
- দ্রুত উৎপাদনশীল ধান ও শাকসবজির জন্য জমি প্রস্তুত করুন, বীজ সংগ্রহ করুন এবং কৃষিকাজ শুরু করুন, যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফসল ঘরে আসে।
- যারা কৃষি ভিন্ন অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন, তারা যত দ্রুত সম্ভব নিজ নিজ পেশাগত কাজ শুরু করুন।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে আশ্রয় ফাউন্ডেশনখুলনার কয়রা উপজেলাধীন ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে এই উপকরণ উন্নয়ন ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ পরিবার ও আশপাশের মানুষের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

এই উপকরণটি মাললা ফান্ড-এর সহায়তার বাস্তবায়িত Influence schools and sub-national and national decision makers towards a more gender-responsive, climate-resilient, and digitally-oriented secondary education environment in Bangladesh, Project. প্রকল্পের

আওয়তায় প্রস্তুতকৃত এবং

এটি প্রস্তুতকরণে ইন্টারনেট ও বিভিন্ন উৎস থেকে ছবি ও তথ্য সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ

আশ্রয় ফাউন্ডেশন

রোড নং-০৩, বাড়ি নং-২৭, নিরালা আ/এ, খুলনা-৯১০০, বাংলাদেশ.

E-mail : ashroy.foundation@gmail.com

web : www.ashroyfoundation.org